দৈনিক
ইত্তেফাক

2 6 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭৪ কলাম ৭

তালা (সাতক্ষীরা): জলাবদ্ধতার কবলে উপজেলার বাটাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় —ইত্তেফাক

তালায় জলাবদ্ধতার কবলে ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

■ তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

টানা বর্ষণে তালা উপজেলার কুমিরা পাইলট বালিকা বিদ্যালয়, গঙ্গারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বারুইহাটি সরকারি প্রাথমিক ও রাড়ীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ উপজেলার প্রায় ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে দেড় থেকে দুই ফুট পানিতে ডুবে আছে। এতে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

এদিকে সামনে বার্ষিক পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে ক্লাস নিলেও সঠিক পাঠদান না পাওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে অভিভাবকসহ সচেতন মহল। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৪টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা রয়েছে।

কুমিরা পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ের সামনে মাঠে পানি জমে আছে। যাতায়াতের রাস্তাটিও পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় চরম বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ময়লা আবর্জনা পানিতে পচে বিষাক্ত হয়ে রোগাক্রান্তের ভয়ে অনেক শিক্ষার্থী স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে।

কুমিরা পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম কুমার দাশ জানান, গত কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিতে আমাদের বিদ্যালয়সহ আশপাশে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোপূর্বে একটি ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকলেও সেটির পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশন হচ্ছে না।

এদিকে রাড়ীপাড়া স্কুলের ভেতর দেড় থেকে দুই ফুট পানি উঠে যাওয়ায় পাঠদান চরম আকার ধারণ করেছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এবং শিক্ষার্থীদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে স্কুলের ভেতর বেঞ্চ দিয়ে মাচা বানিয়ে তার উপর ক্লাস নিচ্ছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শিখা রানী চৌধুরী জানান, প্রতিবছর রোদ, বৃষ্টি, দুর্যোগকে হার মানিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ক্লাস নেই। বছরের প্রায় ছয় মাসের অধিক সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে। গেল বছর রাস্তার দু'পাশে রোদ বৃষ্টির মধ্যে ক্লাস নিলেও আজ পর্যন্ত সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।